9-9-39

মতিমহল থিয়েটার্সের

অভিনব পৌরাণিক চিত্রার্ঘ্য

দেবযানী

পারিজাত

ধুরন্ধরঃ
সুনীল
রায়-
চৌধুরী

বৃহস্পতি—
বিভূতি
গঙ্গোপাধ্যায়

দেবযানী— ছায়া দেবী

ছন্দা —
কমলা (ঝরিয়া)

চন্দন—
মৃণাল ঘোষ

ইন্দ্র—
মোহন ঘোষাল

কচ—
কালিদাস
মুখোপাধ্যায়

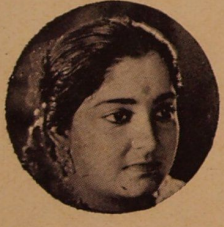

শর্ম্মিষ্ঠা—
মীরা দত্ত

শুক্রাচার্য্য—
মনোরঞ্জণ
ভট্টাচার্য্য

বৃষপর্ব্ব—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

কজ্জলা—রাধারাণী

দেবদাসী—আঙ্গুরবালা

অন্যান্য ভূমিকায়—

রেখা দত্ত, মহারাজা বসু, ভানু রায়,
ধীরেন পাত্র প্রভৃতি।

মতিমহল থিয়েটার্সের অনুপম পৌরাণিক চিত্রার্ঘ্য

দেবযানী

কর্ম্মী

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি. অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০১০

প্রযোজনা—
জি, সি, বোথরা
মতিমহল থিয়েটার্সের ম্যানেজার

শিল্প নির্দ্দেশক—
বটকৃষ্ণ সেন

কাহিনী, বাণী ও গান—
কৃষ্ণধন দে, এম, এ,

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—
ফণী বর্ম্মা

সহযোগী—
অনিল ঘোষাল

ব্যবস্থাপক—
মধু বর্ম্মণ

আলোক চিত্রী—
বীরেণ দে

শব্দ যন্ত্রী—
অবনী চট্টোপাধ্যায় ও
গোবিন্দ বন্দোপাধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত

দেবযানী

অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ

দৃশ্য সজ্জাকর—
খরবুজ মিস্ত্রী

রূপকার—
রমেশ বসু
সেখ ইদু
ও
শঙ্কর

রসায়ণাগার—
অনিল মিত্র

চিত্র সম্পাদক—
ধরমবীর সিং

সুর শিল্পী=
কমল দাসগুপ্ত
মৃণাল ঘোষ

আবহ-সঙ্গীত—
পরিতোষ শীল

স্থির চিত্র শিল্পী—
জীবনকৃষ্ণ দাস

সহকারী আলোক চিত্রী—
মুরারী ঘোষ

সহকারী শব্দ যন্ত্রী—
মোহন সরকার

সহকারী সম্পাদক—
মৌলা বক্স
শান্তি বন্দোপাধ্যায়

দেবযানী

কাহিনী

সুদূর অতীতে—তখন দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। অসুরদিগের রাজা বৃষপর্ব্বার গুরু ছিলেন মহর্ষি শুক্রাচার্য্য। এই শুক্রাচার্য্য ত্রিভুবনের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য 'মৃত-সঞ্জীবন' মন্ত্র জানিতেন যাহার বলে তিনি মৃত ব্যক্তির দেহ বা দেহাংশ পাইলেও সেই মন্ত্রবলে পুনরায় তাহাকে জীবিত করিতে পারিতেন। ইহাতে ফল হইল এই যে অসুর সৈন্যেরা মরিয়াও আবার বাঁচিতে লাগিল এবং দেবতারাও সহজে অসুরদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। উপরন্তু, ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া দেবতারা ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

দেবতাদিগের নিকটে তখন এক মহাসমস্যা উপস্থিত হইল। শুক্রাচার্য্যের অহঙ্কার, তিনিই ত্রিভুবনে একমাত্র এই মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র জানেন। তাঁহার এ দর্প চূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে-শক্রপুরীতে যাইয়া অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সে মন্ত্র লাভ করা ত' সহজ নহে!

শেষে দেবতাদিগের গুরু মহর্ষি বৃহস্পতি ইহার একটা মীমাংসা করিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র তরুণবয়স্ক কচকে শিক্ষার্থীরূপে পাঠাইলেন মর্ত্ত্যে—শুক্রাচার্য্যের নিকটে। যাইবার পূর্ব্বে বৃহস্পতি বার বার কচকে সতর্ক করিয়া কহিলেন—"যে মুহূর্ত্তে তুমি এই মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র শিক্ষা করিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তেই স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে।"

দেবযানী

কচ আসিলেন শিক্ষার্থীরূপে মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে। সেখানে শুক্রাচার্য্য-তনয়া দেবযাণীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কচকে দেখিয়া দেবযাণী মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় কচ স্থান পেলেন মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে—তাঁর শিষ্যরূপে।

কচ ও দেবযাণী,—দুইটী তরুণ তরুণী। কচ ভাবে দেবযাণীর অন্তর কত মহৎ,—কত মধুর! দেবযাণী ভাবে কচ কত সুন্দর। এমনই তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। কচের গুরুভক্তি, আশ্রমসেবা ও শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি শুক্রাচার্য্যও কচকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

অসুর-রাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন দেবযাণীর পরম বান্ধবী। একদিন শর্ম্মিষ্ঠা তাঁর সহচরী কজ্জলাকে লইয়া তপোবনে আসিলেন গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিতে ও প্রিয়সখী দেবযাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে। কিন্তু তাঁহারা কচকে দেখিতে পাইলেন এবং কচের প্রতি দেবযাণীর গোপন অনুরাগটুকুও তাঁহাদের চক্ষু এড়াইল না।

এদুটী তরুণ প্রাণের প্রেমের উৎস ধরা পড়িয়াছিল আর একজনের নিকটে,—সে অসুর রাজ বৃষপর্ব্বের পুরোহিত পুরন্দরের ভ্রাতা ধুরন্ধর,—শুক্রচার্য্যের আর একজন শিষ্য।

দেবযাণী

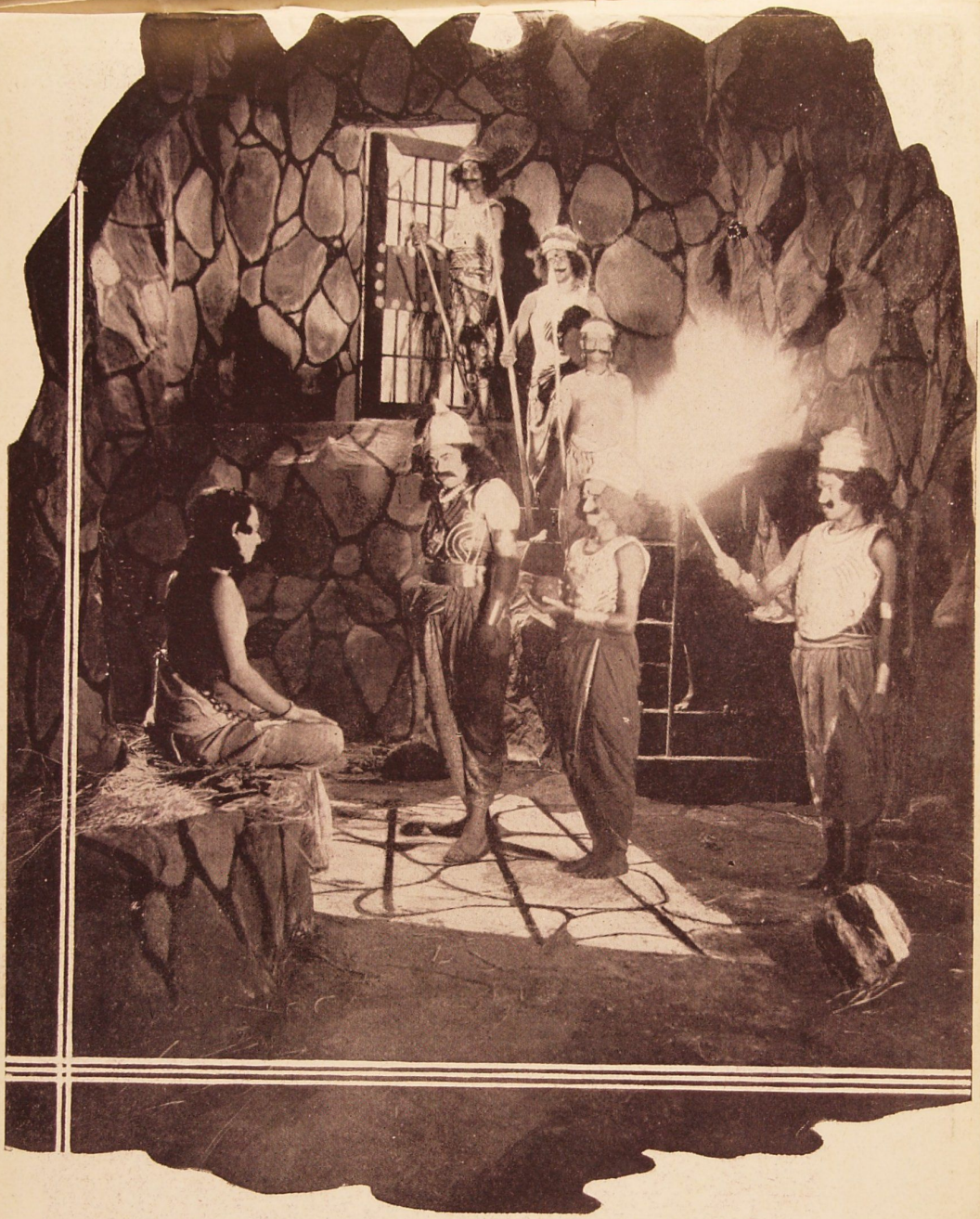

ধুরন্ধর ছিল দেবযাণীর সৌন্দর্য্যের গোপন উপাসক। কিন্তু কোনদিনই গুরুকন্যাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস পায় নাই। এখন কচের উপর হইল তাহার প্রবল ঈর্ষা।

কোথাকার কে কচ স্বর্গ হইতে আসিয়া দেবযাণীর মন কাড়িয়া লইবে,—এ চিন্তাও হইল দুষ্টবুদ্ধি ধুরন্ধরের অসহ্য। সে এক ভয়ানক চক্রান্ত করিয়া বসিল!

ফলে, সে চক্রান্তে কচকে হঠাৎ শুক্রাচার্য্য ও দেবযাণীর অজ্ঞাতে বন্দী হইতে হইল অসুরদিগের হাতে। আর কচের প্রতি তীব্র বিষপ্রয়োগে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

ইহার পর কি ঘটিল তাহা চিত্রগৃহের পর্দ্দায় দেখুন।

সঙ্গীতাংশ

(রচয়িতা—শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম, এ,)

—দেবযানী—

ওগো ফুল—কেন করুণ সজল আঁখি ?
তুমি কি আমার গোপন কামনা
নীরব বেদনা গো—
হাসির আড়ালে পিপাসা রেখেছ ঢাকি'।
রঙে রঙে তুমি ফুটায়েছ কোন্ ভাষা—
কোন সে নিবিড় সুগোপন ভালবাসা,
তরুণ প্রাণের তুমি কি কুহকী আশা,
মালার বাঁধনে পরাও প্রেমের রাখী।

—কচ—

অস্ত মেঘের পারে—
মন ভেসে যায় কোন সুদূরে
স্বরগ পুরীর দ্বারে।

অপ্সরীরা অঙ্গে মেখে পারিজাতের রেণু
শোনে সেথায় তারাই তারায় উতল-করা বেণু,
সজল-চোখে দাঁড়িয়ে থাকে ছায়া-পথের ধারে।

—দেবযাণী—

পাখার গানে বাজল তোমার আগমণী,
ঢেউয়ের সুরে জাগল তোমার পায়ের ধ্বনি,
উতল হাওয়ায় ফুলের হাসি ঝর্‌ল পথে,
এলে তুমি কনক-বরণ অরুণ রথে,
পাতায় পাতায় শিশির-বুকে জ্বল্‌ল মণি !

—কচ—

হরিণি, তোর কাজল চোখে
পড়ল বাঁধা,—বসন্তের ঐ সুরের মায়া,
জ্যোৎস্না-রাতের ফুলপরীরা
তোর ও চোখে—বুলালো কোন্ স্বপন ছায়া।
নীল সাগরের অতলবুকে
ঢেউয়ের নাচে—যে সুর জাগে পূর্ণিমাতে,
সে সুরখানি পথভুলে গো
তোর ও চোখে—কেমন ক'রে ধর্‌ল কায়া।

—কজ্জলা—

আমি দেখেছি যে তার গোপন হাসিটি
—ক্ষণে ক্ষণে পথ-চাওয়া ;
তা'র মনের মুকুল ফুটায়ে গেল গো
উতল ফাগুন হাওয়া !
কি যেন স্বপন আঁকা আছে মুখে,
কামনার ছোঁয়া লেগেছে সে-বুকে,
আমি শুনেছি যে তার প্রাণের বারতা
—চুপি চুপি গান-গাওয়া।

—ছন্দা—

কাজল-কালো হরিণ-চোখের স্বপন আমায় ডাকে,
ঘর ছেড়ে তাই উদাসী-মন ফেরে নদীর বাঁকে।
বন্ হরিণী চপল পায়ে
দাঁড়ায় এসে বনের ছায়ে,
আমার পানে সলাজ চোখে শুধুই চেয়ে থাকে !

—চন্দন—

নয়ন জলে এখন কেন—
ভিজিয়ে দিলি পথের ধূলি !
ঝরে-পড়া ফুলের মালা
নিলি আবার বুকে তুলি' !
ছিলি যে তুই ঘুমের ঘোরে,
মিলন-লগন গেল সরে' !
এখন কেন কুড়াতে চাস,
ছিন্ন মালার পাপড়িগুলি !

—কোরাস—

(কজ্জলা ও অন্যান্য বালিকাগণ)

নমো মহেশ্বর হে !
ডম্বরু গম্ভীর সিন্ধু তরঙ্গে
বাজে,
দৃপ্ত জটা-জাল অম্বর ব্যাপিয়া
রাজে,
তাণ্ডব নর্ত্তনে এস নটরাজ
সাজে !

অশুভ-বিনাশন শঙ্কর হে !
নেত্র বহ্নি-শিখা অবিরাম জ্বলে,
নীল গরল রহে কণ্ঠের তলে !
প্রেমের দেবতা, এস ধ্বংসের ছলে,
মঙ্গল-বিধায়ক শঙ্কর হে ।

—ছন্দা—

তনুর দেউলে কাঁদে দেবতা—
পূজারী কোথা !
জ্বলেনি আরতি দীপ পূজার তরে,
লুটায় ফুলের মালা ধূলার পরে ।
রুদ্ধ-আবেগ-বুকে,
দেবতা মলিন মুখে,
নীরবে সহিছে কত গোপন ব্যথা !

—কজ্জলা—

আমি একেলা বসে' রইনু দ্বারে,
সে যে এল না, এল না আর,
অভিসারে ।
আমার) শয্যা হলো কাঁটায় গড়া,
নিভৃল প্রদীপ বারে বারে ॥

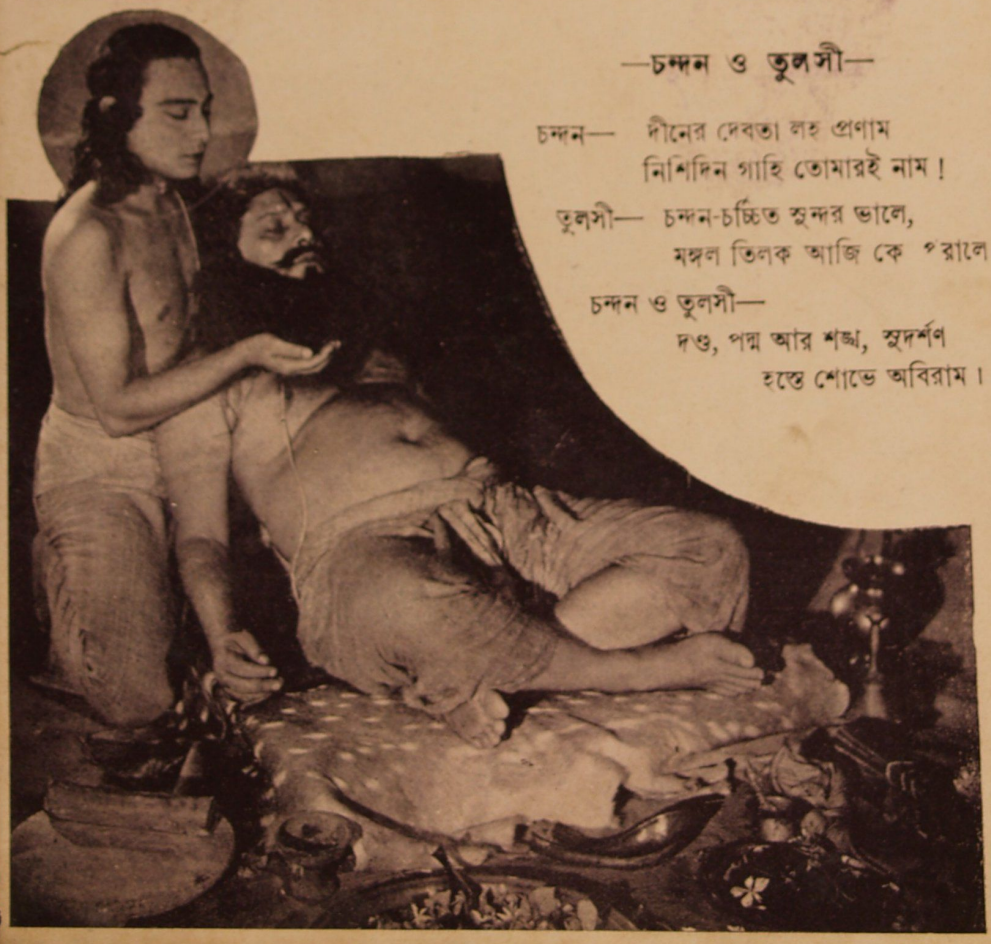

—চন্দন ও তুলসী—

চন্দন— দীনের দেবতা লহ প্রণাম
নিশিদিন গাহি তোমারই নাম !

তুলসী— চন্দন-চর্চ্চিত সুন্দর ভালে,
মঙ্গল তিলক আজি কে পরালে !

চন্দন ও তুলসী—
দণ্ড, পদ্ম আর শঙ্খ, সুদর্শন
হস্তে শোভে অবিরাম ।

—চন্দন—

সবহারাকে পথ যে ডাকে
ঘরের বাঁধন গেল ছিঁড়ে,
এবার তোমার করব পূঁজা
কাঙ্গাল বেশে নয়ন নীরে ॥

—চন্দন—

বন্ধু, তোমার বরণ মালা
নাও ফিরে নাও বিদায় রাতে।
তোমার আসন পাত্‌ব এবার
চোখের জলের আল্‌পনাতে।
ফুল-হারাণো ফাগুন বনে,
কাঁদ্‌বে বাতাস ব্যকুল মনে
ঝরবে বাদল গগন কোণে
—আমার বুকের বাদল সাথে ॥